বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬

(২০০৬ সনের ২৫ নং আইন)

প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত একটি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত একটি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত বিধান প্রণয়ন করা প্রয়োজনীয় ও সমীচীন;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্্নরূপ আইন করা হইলঃ-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ

১। (১) এই আইন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেই তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন কার্যকর হইবে।

(৩) এই আইন সমগ্র বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) “অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত” অর্থ এইরূপ বেসরকারী খাত যেখানে কর্মরত শ্রমিকের কাজের বা চাকুরীর শর্ত, ইত্যাদি বিদ্যমান শ্রম আইন ও তদাধীন প্রণীত বিধি-বিধানের আওতায় নির্ধারিত কিংবা নিয়ন্ত্রিত নহে এবং যেখানে কর্মরত শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত;

(খ) “চেয়ারম্যান” অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(গ) “পরিবার” অর্থ-

(অ) পুরুষ শ্রমিক হইলে, তাহার স্ত্রী বা স্ত্রীগণ, এবং মহিলা শ্রমিক হইলে, তাহার স্বামী; এবং

(আ) শ্রমিকের সহিত একত্রে বসবাসরত এবং তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান-সন্ততি, পিতা, মাতা, নাবালক ভাই এবং অবিবাহিতা, তালাক-প্রাপ্তা বা বিধবা কন্যা বা বোন, এবং প্রতিবন্ধী সন্তান ও প্রতিবন্ধী ভাই-বোন;

(ঘ) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঙ) "প্রাতিষ্ঠানিক খাত" অর্থ এইরূপ সরকারী ও বেসরকারী খাত যেখানে কর্মরত শ্রমিকের কাজের বা চাকুরীর শর্ত, ইত্যাদি বিদ্যমান শ্রম আইন ও তদাধীন প্রণীত বিধি-বিধানের আওতায় নির্ধারিত কিংবা নিয়ন্ত্রিত;

(চ) "ফাউন্ডেশন" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত ফাউন্ডেশন;

(ছ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(জ) "বোর্ড" অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত পরিচালনা বোর্ড;

(ঝ) "মহাপরিচালক" অর্থ ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক;

(ঞ) "তহবিল" অর্থ ধারা ১৪ এর অধীন গঠিত ফাউন্ডেশনের তহবিল;

[১][(ঞঞ) "শ্রম আইন" অর্থ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন);]

(ট) "শ্রমিক" অর্থ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত যে কোন শ্রমিক যিনি কোন প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে সরাসরি বা কোন ঠিকাদারের মাধ্যমে মজুরী বা অর্থের বিনিময়ে কোন দক্ষ, অদক্ষ, কায়িক বা কারিগরী, ব্যবসা উন্নয়নমূলক অথবা কেরানীগিরি কাজ করিবার জন্য নিযুক্ত হন বা ছিলেন [২][এবং শ্রম আইনের ধারা ১৭৫ এ সংজ্ঞায়িত শ্রমিকও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে]ঃ

তবে প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপনামূলক দায়িত্বে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(ঠ) "সদস্য" অর্থ বোর্ডের সদস্য।

ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা

৩। (১) এই আইন কার্যকর হইবার সংগে সংগে, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন নামে একটি ফাইন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) ফাউন্ডেশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং ফাউন্ডেশন ইহার নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়, ইত্যাদি

৪। (১) ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) ফাউন্ডেশন, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী

৫। ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(ক) শ্রমিক ও তাহার পরিবারের কল্যাণ সাধন;

(খ) শ্রমিক ও তাহার পরিবারের কল্যাণার্থে, বিভিন্ন প্রকার প্রকল্প গ্রহণ ও উহা বাস্তবায়ন;

(গ) শ্রমিকদের বিশেষতঃ অক্ষম বা অসমর্থ শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্য প্রদান;

(ঘ) অসুস্থ শ্রমিকের চিকিত্সার ব্যবস্থা করা বা আর্থিক সাহায্য প্রদান;

(ঙ) দূর্ঘটনায় কোন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটিলে তাহার পরিবারবর্গকে সাহায্য প্রদান;

(চ) শ্রমিকের পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি কিংবা স্টাইপেন্ড প্রদান;

(ছ) শ্রমিকদের জীবন বীমাকরণের জন্য যৌথ বীমা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা এবং এই লক্ষ্যে তহবিল হইতে সংশ্লিষ্ট বীমা প্রতিষ্ঠানকে প্রিমিয়াম পরিশোধ করা;

(জ) তহবিল পরিচালনা ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা; এবং

(ঝ) উপরি-উক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন।

পরিচালনা ও প্রশাসন

৬। ফাউন্ডেশনের পরিচালনা ও প্রশাসন পরিচালনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ফাউন্ডেশন যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিচালনা বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

পরিচালনা বোর্ড গঠন

৭। (১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে, যথাঃ-

(ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত সচিব, যিনি ইহার ভাইস চেয়ারম্যানও হইবেন;

(গ) মহা-পরিচালক, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন;

(ঘ) শ্রম পরিচালক, শ্রম পরিদপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়;

(ঙ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উক্ত বিভাগের যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(চ) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ছ) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(জ) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঝ) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঞ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ট) মালিক পক্ষ হইতে কমপক্ষে একজন মহিলা প্রতিনিধিসহ পাঁচজন প্রতিনিধি যাহারা উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে মনোনীত হইবেন; এবং

(ঠ) শ্রমিক পক্ষ হইতে কমপক্ষে একজন মহিলা প্রতিনিধিসহ পাঁচজন প্রতিনিধি যাহারা উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে মনোনীত হইবেন৷

(২) উপ-ধারা (১) (ট) তে উল্লিখিত সদস্যগণ সরকার কর্তৃক, জাতীয় পর্যায়ে মালিকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংশ্লিষ্ট মালিক ফেডারেশনের সহিত আলোচনাক্রমে, মনোনীত হইবেন৷

(৩) উপ-ধারা (১) (ঠ) তে উল্লিখিত সদস্যগণ সরকার কর্তৃক, জাতীয় পর্যায়ে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ফেডারেশনের সহিত আলোচনাক্রমে, মনোনীত হইবেন৷

(৪) শুধুমাত্র সদস্যপদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তত্সম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না৷

সদস্যের মেয়াদ ও পদত্যাগ

৮৷ (১) ধারা ৭ (১) এর দফা (ট) ও (ঠ) এর অধীন মনোনীত সদস্যের মেয়াদ হইবে তাহার মনোনয়নের তারিখ হইতে পরবর্তী তিন বত্সর৷

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত যে কোন মনোনীত সদস্য চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক উহা গৃহীত হইবার তারিখ হইতে উক্ত পদটি শূন্য বলিয়া গণ্য হইবে৷

সদস্যের অযোগ্যতা

৯৷ কোন ব্যক্তি ধারা ৭ (১) এর দফা (ট) ও (ঠ) এর অধীন সদস্য হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি-

(ক) উপযুক্ত আদালত তাহাকে অপ্রকৃতিস্থ বা দেউলিয়া বলিয়া ঘোষণা করে;

(খ) তিনি ইতিপূর্বে পরপর দুইবার বোর্ডের সদস্য হিসাবে মনোনীত হইয়া থাকেন;

(গ) তিনি নৈতিক শৃঙ্খলাজনিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া আদালত কর্তৃক অন্যূন এক বত্সরের কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং তাহার মুক্তি লাভের পর পাঁচ বত্সর অতিবাহিত না হইয়া থাকে;

(ঘ) তিনি চেয়ারম্যানের অনুমতি ব্যতীত বোর্ডের পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন; এবং

(ঙ) তিনি চেয়ারম্যানের অনুমতি ব্যতীত ছয় মাসের অধিক সময় বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করেন।

সদস্যের অপসারণ

১০। সরকার ধারা ৭(১) এর দফা (ট) ও (ঠ) তে উল্লিখিত যে কোন মনোনীত সদস্যকে লিখিত আদেশ দ্বারা অপসারণ করিতে পারিবে, যদি তিনি-

(ক) এই আইনের অধীন তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন বা অস্বীকার করেন, বা সরকারের বিবেচনায় উক্ত দায়িত্ব সম্পাদনে অক্ষম বিবেচিত হন; অথবা

(খ) সরকারের বিবেচনায় সদস্য হিসাবে তাহার পদের অপব্যবহার করিয়া থাকেন; অথবা

(গ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কল্যাণ তহবিল সংক্রান্ত বিষয়ে লাভজনক কিছু অর্জন করেন বা অধিকারে রাখেন।

মহাপরিচালক

১১। (১) ফাউন্ডেশনের একজন মহাপরিচালক থাকিবেন।

(২) মহাপরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) মহাপরিচালক ফাউন্ডেশনের সার্বক্ষণিক নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন, এবং তিনি-

(ক) বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন; এবং

(খ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব ও কার্য সম্পাদন করিবেন।

(৪) মহাপরিচালকের পদ শূন্য হইলে, কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে মহাপরিচালক তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে শূন্যপদে নবনিযুক্ত মহাপরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা মহাপরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি মহাপরিচালকরূপে দায়িত্ব পালন করিবে।

কর্মকর্তা ও কর্মচারী